' দুর্বলকে বল বা শক্তি দেয় এমন মহাবলবান হও '

বাপদাদা সর্বদা প্রতিটি পদক্ষেপে , প্রতিটি সঙ্কল্পে উড়তি কলায় স্থিত বাচ্চাদের দেখছেন । সেকেন্ডে অশরীরী ভব-এই বরদান প্রাপ্তির সাথে সাথেই সেকেন্ডে উড়ে যায়। অশরীরী হওয়া অর্থাৎ উঁচুতে ওড়া। শরীরের ভানে নেমে আসা অর্থাৎ খাঁচায় বন্দী পাখি হওয়া। এই সময়ে সব বাচ্চারাই অশরীরী ভব এই বরদানে উড়ন্ত পাখি হয়েছে। এই সংগঠন হল স্বতন্ত্র আত্মা অর্থাৎ উড়ন্ত পাখিদের। সবাই স্বতন্ত্র হয়েছ তো ? নির্দেশ পেলেই সুইট-হোমে অর্থাৎ পরমধামে চলে যাও তো কতক্ষণের মধ্যে যেতে পারো ? সেকেন্ডে যেতে পারো কিনা । নির্দেশ অনুযায়ী নিজের মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্টেজ দ্বারা , নিজের সর্বশক্তির কিরণ দ্বারা অন্ধকারে রোশনী অর্থাৎ আলো নিয়ে এসো , জ্ঞান সূর্য , অন্ধকারকে মেটাও , তো সেকেন্ডে এই বেহদের সেবা করতে পারবে ? এমন মাস্টার জ্ঞানসূর্য হয়েছ ? যখন সাইন্সের সাধন দ্বারা সেকেন্ডে অন্ধকার থেকে আলো করা যায় তখন হে জ্ঞানসূর্য বাচ্চারা , তোমরা কতক্ষণের মধ্যে আলোকিত করতে পারো ? সাইন্স থেকে সাইলেন্সের শক্তি হল অতি শ্রেষ্ঠ । তো এমন অনুভব করো কি যে সেকেন্ডে স্মৃতির সুইচ অন্ করলেই অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া অনেক আত্মারাই আলোর সন্ধান পেয়ে যায় ? এমন ভাবো কি ?

সাত দিনে সাত ঘন্টার কোর্স দিয়ে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসতে পারো বা তিন দিনের যোগ শিবির দ্বারা আলোকিত করতে পারো ? অথবা সেকেন্ডের স্টেজ পর্যন্ত পৌঁছে গেছ কি ? কি ভাবো ? এখন ঘন্টার হিসেবে সেবার গতি রয়েছে নাকি মিনিটে অথবা সেকেন্ডের গতি পর্যন্ত পৌঁছে গেছ ? কি বুঝেছো ? এখন টাইম চাই নাকি সেকেন্ডে পৌঁছে গেছ ? যেভাবে চ্যালেঞ্জ করো - সেকেন্ডে মুক্তি জীবনমুক্তির বর্সা প্রাপ্ত করো , সেইসব প্র্যাক্টিকাল করতে তৈরী হয়েছ , স্ব পরিবর্তনের গতি সেকেন্ডে পৌঁছেছে কি ? কি বুঝেছো ? পুরনো বছর শেষ হচ্ছে নতুন বছর আসছে এখন সঙ্গমে বসে আছ । তো পুরনো বছরে স্ব-পরিবর্তন এবং বিশ্ব-পরিবর্তনের গতি কত দূর পৌঁছেছে ? তীব্র গতি আছে কি ? রেজাল্ট তো বের করবে তাইনা ! তো এই বছরের রেজাল্ট কি ? স্বয়ং প্রতি , সম্বন্ধ সম্পর্ক প্রতি বা বিশ্ব সেবার প্রতি। এই বছরের লক্ষ্য কি ? জানো তো ? উড়ন্ত পাখি নাকি উড়ন্ত কলা। তো এই লক্ষ্য অনুযায়ী গতি কিরকম আছে ? যখন সবার গতি সেকেন্ডে পৌঁছে যাবে তখন কি হবে ? নিজের ঘর নিজের রাজ্য , নিজের ঘরে ফিরে নিজের রাজ্যে আসবে।

তো নতুন বছরে নতুন উৎসাহ , প্রতিটি সঙ্কল্পে সেকেন্ডে , প্রতিটি কর্মে প্রাপ্তির সিদ্ধি স্বরূপ নতুনত্বের প্রত্যক্ষতা হোক। কাল থেকে এখন কি আরম্ভ হবে? নতুন বছর তো আরম্ভ হবেই কিন্তু কি বলা হবে? নতুন বছর কোথা থেকে শুরু হয় ? লৌকিকে ওয়ান-ওয়ান দিয়ে আরম্ভ হবে কিনা । আর তোমরা কি করবে? বছর তো ওয়ান দিয়ে শুরু হবে , তোমাদের কিরূপ হবে? " ওয়ান আর উইন । প্রতিটি সঙ্কল্পে উইন অর্থাৎ বিজয় হবে। প্রত্যেক দিন নিজের মস্তকে এই বছরের কোন্ তিলকটি লাগিয়ে রাখবে ? " বিজয়ের তিলক " । শ্লোগান কোনটি মনে রাখবে ? " আমরা হলাম বিজয়ী রত্ন কল্প-কল্পের বিজয়ী । বিজয়ী ছিলাম , বিজয়ী আছি আর সদা-ই বিজয়ী থাকব। " তাজ বা মুকুট কোনটা ধারণ করব ? " লাইট আর মাইট " এই ডবল তাজ বা ডবল মুকুট ধারণ করো কেননা

লাইট আছে আর মাইট কম আছে তো সর্বদা সিদ্ধি স্বরূপ হতে পারবেনা । " লাইটের সাথে মাইটও থাকলে সদা বিজয়ী হয়ে যাবে। লাইট আর মাইটের ডবল মুকুটধারী ।

কঙ্গন বা বালা কোনটা পরবে ? বালা তো জরুরী তাইনা ? কি রকম বালা পছন্দ হয় ? পবিত্রতার বালা তো আছেই । কিন্তু এই বিশেষ নতুন বছরে নতুন বালা কোনটা পরবে ? (কেউ বলল সহযোগের , কেউ বলল সংস্কার মিলনের , অনেক উত্তর পাওয়া গেল) এইসব দিয়ে পুরো হাতটা-ই বালায় ভরে যাবে।

এই বছর এই বিশেষ বালা-টি পরিয়ে দিও - " যে সদা উৎসাহে থাকবে আর উৎসাহী হয়ে সকলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।" না-ই নিজের উৎসাহ কম করবে আর না-ই অন্যের উৎসাহ কম হতে দেবে । এরজন্য সদা বালা-টি মজবুত করে রাখতে হবে তারজন্যে একটি কথা সর্বদা মনে রাখবে - " প্রতিটি বিষয় তা নিজের প্রতি হোক , বা অন্যদের প্রতি হোক এগিয়ে যেতে আর এগিয়ে নিয়ে যেতে মোল্ড হওয়াই হল রিয়ল গোল্ড হওয়া । " আচ্ছা - বালা-ও পরলে । এখন বিশেষ সেবার লক্ষ্য কি রাখবে ? যেমন আজকালকার গভর্নমেন্ট প্রতি বছর বিশেষ কার্য সূচি তৈরী করে , ঐ গভর্নমেন্ট তো পঙ্গুদের জন্যে তৈরী করেছে। তোমরা কি করবে ? যেমন বাবার মহিমায় গায়ন করা হয় - " দুর্বলদের শক্তি দাতা " যেমন স্থূলরূপে দুর্বল আত্মাদের সাইন্সের সাধন দ্বারা বলবান বা সবল সমর্থ করা হয় । পঙ্গুকে চলার শক্তি দেওয়া হয়। সেইরকম প্রত্যেকটি দুর্বলকে শক্তির সাধন দেওয়া হয়। তেমনই তোমরা সবাই সে ব্রাহ্মণ পরিবারেই হোক বা বিশ্বের প্রতিটি দুর্বল আত্মাদেরকে বল বা শক্তি দাতা স্বরূপ মহাবলবান মহাশক্তিশালী হও। যেমন ঐ লোকেরা শ্লোগান দেয় দরিদ্রতা মেটাও , তেমনই তোমরা দুর্বলতা মেটাও । "হিম্মাত ও মদদ " অর্থাৎ সাহস ও সাহায্য নিমিত্ত স্বরূপে বাবার থেকে প্রাপ্তি করাও। তো এই বছর বিশেষ শ্লোগানটি কি ? " দুর্বলতা মেটাও " । তবেই সর্বদা উৎসাহী করার যে শ্লোগান পেয়েছ সেইটি প্র্যাক্টিকালে আনতে পারবে। বুঝলে - নতুন বছরে কি করতে হবে?

ডবল ফরেনার্সদের নিউ ইয়ারের মহত্ত বেশী থাকে। তো নিউ ইয়ারের মহত্ত এই মহানতার দ্বারা সর্বদাই থাকবে। এই নতুন বছরে সর্ব মহানতা দ্বারা সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে সিদ্ধি প্রাপ্ত করে এমন , সর্ব কার্যসিদ্ধ হয় এমন , সর্বকে সেকেন্ডে সিদ্ধি প্রাপ্ত করার বিধি বলে দাও । এমন সর্ব সিদ্ধি স্বরূপ বর্ষ পালন করো। কার্যও সর্ব সিদ্ধ হোক, সঙ্কল্পও সিদ্ধ হোক এবং স্বরূপও সর্বদা সিদ্ধি স্বরূপ হোক , তবেই প্রত্যক্ষতা ও জয়-জয়কার ধ্বনিত হবে। সাইন্স সর্বদা সিদ্ধি স্বরূপ হবেনা । কিন্তু তোমরা সবাই সর্বদা সিদ্ধি স্বরূপ হও। (আজ লাইট মাঝে মাঝেই খুব আসছে গেছে) তোমাদের রাজ্যে এইরকম খিটখিট হবে কি ? তোমাদের সুইট-হোমে এইসবের প্রয়োজন নেই । তো এখন নিজের সুইট-হোম এবং সুইট রাজধানীকে কাছে আনো অর্থাৎ নিজেই কাছে যাও। বুঝলে কি করবে ? আচ্ছা ।

এমনই সদা একের স্মরণে থাকে যারা , একের সাথে সর্বের সম্বন্ধ জুড়ে দেয় , সর্বদা একরস স্থিতিতে স্থিত থাকে , এমন বাবার সমান , বাপদাদাকে স্বয়ং ও সেবা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে , প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ , অতি স্নেহী সমীপ বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ স্নেহ আর নমস্তে ।

বিদেশী *বাচ্চাদের* *অব্যক্ত* *বাপদাদার* *সাক্ষাতকার*

নেরোবী *পার্টি* :-

সর্ব বাচ্চারা হল অতি স্নেহী আর সহযোগী আত্মা । এমন অনুভব করো কি ? যে স্নেহী হবে সে সহযোগী না হয়ে থাকতে পারবেনা । এমনিতেও লৌকিকে দেখো - যেখানে স্নেহ হয় সেখানে তন-মন-ধন দ্বারা স্বত:তই সমর্পিত হয়ে যায় অর্থাৎ সহযোগী হয়। তো তোমরা সবাই হলে বাবার অতি স্নেহী সেইজন্য সর্ব প্রকারের সহযোগী আত্মাও হলে। তো বাপদাদা অতি স্নেহী আর সহযোগী বাচ্চাদের দেখে খুশী হন। যেমন বাচ্চারা বাবাকে দেখে খুশী হয় , তো বাবা বাচ্চাদের দেখে পদ্মগুণ খুশী হয় কেননা বাপদাদা জানেন যে বাচ্চারা হল কত ভাগ্যবান । প্রত্যেকের ভাগ্যের রেখা হল কত মহান। তারা হল আজকালকার মহাত্মা , তোমাদের সামনে তারা কিছুই নয় , শুধু নামধারী তারা আর তোমরা প্র্যাক্টিকালে করে দেখাও। তাহলে কি থেকে কি হয়েছ আর কি রূপে পরিণত হচ্ছো? এইরকম খুশী থাকে কি ? পৃথিবীতে থাকো নাকি তখতে থাকো ? পৃথিবীতে থাকো নাতো ? পৃথিবী ত্যাগ করেছ তো ? বাবাকে বলা হয় ছেড়ে দাও আকাশ সিংহাসন ..... আর বাবা বলেন ছেড়ে দাও পৃথিবীর সিংহাসন আর হৃদয় সিংহাসনে বিরাজিত হও। তো সবাই এই সিংহাসনে বিরাজিত হয়েছ কি , তারপর নিজের পৃথিবীতে ফিরে আসো না তো ? পৃথিবীর আকর্ষণ নেই তো? কেননা পৃথিবীর উপরে থেকে দেখে নিয়েছ তো যে পৃথিবীর আকর্ষণ কোথায় নিয়ে গেছে ? নরকের দিকেই তো নিয়ে গেছে তাইনা । আর এখন হৃদয় আসনে বিরাজিত বিশ্বের রাজ্য তখতে বিরাজমান হয়েছে। তো এই আকর্ষণ স্বর্গের দিকে নিয়ে যাবে। তো একবারের অনুভবী সদাকালের জন্যে সমঝদার হয়ে গেছে। টাইটেল-ই হল নলেজফুল । নলেজফুল কখনও ধোকা খায়না । আচ্ছা - সবাই সদা সন্তুষ্ট থাকো কিনা? কোনো কম্পলেন নেই। না-ই নিজের , না-ই অন্যের। কম্পলেন আছে তাহলে কমপ্লিট নয়। নিজের প্রতিও কম্পলেন থাকে - যোগ লাগেনা , নষ্টোমোহা নই , যেমন হওয়া উচিত তেমন নেই। তো এইসব তো কম্পলেন হল তাইনা ! তো সব কম্পলেন শেষ অর্থাৎ কমপ্লিট সম্পূর্ণ স্বরূপধারী । আচ্ছা ।

বাপদাদার সর্বদা বাচ্চাদের উপরে নাজ হয় অর্থাৎ স্নেহপূর্ণ গর্ব অনুভব হয়, এই বাচ্চারাই হল কল্প-কল্পের অধিকারী। বাপদাদার প্রত্যেক রত্নের ভ্যালু জানেন। বাচ্চারা কখনও কখনও নিজের ভ্যালু কম জানে। বাবা তো খুব ভাল করে জানে। যেমনই বাচ্চা হোক , ভালাই নিজেকে লাস্ট নম্বরে ভাবে তাহলেও সে হল মহান কেননা কোটিতে কেউ আর সেই কয়েকের মধ্যেও কেউ । তো কোটিতে সে একজন মহান-ই তো হল। তো সদা নিজের মহানতাকে জানো যাতে মহান আত্মা হয়ে পুনরায় দেবাত্মা হয়ে যাবে। নেরোবী কোন্ স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে ? নেরোবীতেই বসে আছো নাকি চক্রবর্তী হয়েছ ? যে স্বয়ং উড়তে পারেনা তাদের শক্তি বা বল দিয়ে উড়তে সক্ষম করবে তাইনা ! নেরোবীর বিশেষত্বই হল সমস্ত পরিবার , ছোট থেকে বড় পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়েছে কেননা এই হল গুজরাটের ফাউন্ডেশান কিনা । আফ্রিকায় কাদের ভাগ্য খুলেছে ? আফ্রিকায় নিবাসরত ভারতীয়রা ভাগ্যবান হোক। একটু পরিচয়ের জল পড়তেই বীজ বেরিয়েছে। এখনকার বিশেষ সেবা এই হল - যে প্রথমে প্রত্যেকের আবশ্যকতা অনুযায়ী পরখ কর আর পরখ করার পরে প্রাপ্তি স্বরূপ হয়ে প্রাপ্তি করাও। পরখ করার শক্তি দ্বারা সেবায় সিদ্ধি হতে পারে। আচ্ছা ।

লন্ডন *পার্টি* :-

লন্ডন নিবাসী তো হলই সেবার ফাউন্ডার । লন্ডন হল সেবার মুখ্য স্থল। সবার নজর লন্ডনের

উপরে রয়েছে । লন্ডন থেকে কি ডাইরেক্সান আসছে। তো মেন সেবার সার্ভিস স্থান লন্ডন হল কিনা। তো লন্ডন নিবাসী হল বিশেষ সেবাধারী । ব্রাহ্মণ জীবনের ধান্ধা-ই হল সেবা। তো সর্বদা এই সেবায় বিজী থাকো কি ? দেখো , বিজনেসম্যানের বুদ্ধিতে রাতে স্বপ্নেও কি আসবে? বিজনেসের বিষয়টি আসবে। রাতে স্বপ্নেও গ্রাহক এবং জিনিস পত্রই দেখবে। তো তোমাদের স্বপ্নে কি আসবে ? আত্মাদের মালামাল করছ। স্বপ্নেও সেবা , উঠতে বসতে চলতে ফিরতে সেবা। এই সেবার আধারে স্বয়ং সর্বদা সম্পন্ন ভরপুর এবং অন্যদেরও সর্বদা ভরপুর করতে পারো। প্রত্যেকে হলে অমূল্য রত্ন , যদি লন্ডনের রাজ্য ভাগ্য একদিকে রাখা হয় , আর অন্য দিকে তোমাদের সবাইকে রাখা হয় তাহলে তোমাদের ভাগ্য হবে বেশী কারণ ঐ রাজ্য তো মাটির সমান হয়ে যাবে , তোমরা হলে সর্বদা মূল্যবান । তোমরা হলে সর্বদা বাবার অমূল্য রত্ন । বাপদাদা এক-একটি রত্নের বিশেষত্বের মালা জপ করেন। তো সর্বদা নিজেকে এমন বিশেষ আত্মা ভেবে প্রতিটি পদক্ষেপ নাও। এখন সব প্রকারের বোঝা সমাপ্ত হয়ে গেছে তাইনা । এখন খাঁচার ময়না উড়ন্ত পাখি হয়েছে। কন্ঠীযুক্ত , উড়ন্ত টিয়া হয়ে গেছে। খাঁচায় বন্দী নয় , বাপদাদার গান গায় এমন গায়ক হয়েছে। লন্ডন নিবাসী হিন্দিভাষী -রা প্রথমে চান্স পেয়েছে। তবুও ডায়রেক্ট মুরলী শুনছে যারা তারা হল লাকি । অনুবাদ করতে হয়না। একেই বলে তাওয়া টু মাউথ। অনুবাদ করলে রুটি একটু তো শুকোবে তাইনা । তো তোমাদের নিজের ভাগ্য আছে, তাদের নিজের ভাগ্য রয়েছে । তো কখনও এমন ভাববেনা যে বিদেশে বিদেশীদেরই মহিমা রয়েছে । তোমাদের সংগঠন দেখে এই আত্মারাও প্রভাবিত হয়েছে। তোমরা হলে নিমিত্ত । তবুও ভারতবাসীদের নিজের জন্মস্থানের নেশা আছে । আচ্ছা ।

কুমারদের *সঙ্গে* :-

কুমার গ্রুপ অর্থাৎ ডবল স্বতন্ত্র । এক লৌকিক দায়িত্ব থেকে স্বতন্ত্র আর দ্বিতীয় আত্মা সর্ব বন্ধন থেকে স্বতন্ত্র । মায়ার বন্ধন এবং লৌকিক বন্ধন থেকেও স্বতন্ত্র । এমন স্বতন্ত্র হয়েছ কি ?

ডবল স্বতন্ত্র আত্মারা ডবল সেবাও করতে পারে কারণ কুমারদের স্বতন্ত্র হওয়ার দরুন অনেক সময় আছে। তো সময়ের খাজানার দ্বারা অনেককে সম্পত্তিবান করতে পারো। সবচেয়ে বড় থেকে বড় খাজানা হল সঙ্গমযুগের সময়। তো কুমার গ্রুপ অর্থাৎ সময়ের খাজানায় সম্পন্ন আর সময় হওয়ার কারণে অন্যদের সেবায়ও সম্পন্ন হতে পারো। সেবার বিষয়ে ১০০ পারসেন্ট নিতে পারো। সর্বদা বন্ধনমুক্ত অর্থাৎ সর্বদা যোগযুক্ত । সংসার -ই হয়ে গেল বাবা। কুমারদের সংসার কি ? বাপদাদা। অন্যদের সংসারের হদ বা সীমা রয়েছে তোমাদের হল একটি বেহদের সংসার । তো সহজযোগীও হলে কারণ সংসারেই তো বুদ্ধি যাবে তাইনা । সংসারই হল বাবা তো বুদ্ধি বাবার কাছেই যাবে । তো কুমারদের সহজযোগী হওয়ার লিস্ট রয়েছে ।

তো এখন অশান্ত আত্মাদের শান্তি দান করা , হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের ঠিকানা দেওয়া , এই বড় থেকে বড় পুণ্যের কাজ করতে থাকো। যেমন তৃষ্ণার্ত আত্মাদের জল খাওয়ানো পুণ্যের কাজ তেমনই এই সেবা করার অর্থ হল পুণ্যাত্মা হওয়া। তো কোনোও অশান্ত আত্মাকে দেখে দয়া হয় কিনা। দয়াশীল পিতার সন্তান তোমরা সর্বদা পুণ্যের কাজ করতে থাকো। আচ্ছা ।

বরদান : নিজের শ্রেষ্ঠতা দ্বারা নতুনত্বের পতাকা উত্তোলনকারী শক্তি স্বরূপ ভব।

এখন সময় অনুযায়ী , নিকটবর্তী হওয়ার প্রমাণ শক্তি রূপের প্রভাব যখন অন্যদের উপরে পড়বে তখন প্রত্যক্ষ করতে পারবে। যেমন স্নেহ এবং সহযোগকে প্রত্যক্ষ করেছ তেমনই সার্ভিসের দর্পণে শক্তিরূপের অনুভব করাও। যখন নিজের শ্রেষ্ঠতা দ্বারা শক্তি রূপের নতুনত্বের পতাকা উত্তোলিত করবে তখন প্রত্যক্ষতা হবে। নিজের শক্তি স্বরূপ দ্বারা সর্বশক্তিমান বাবার সাক্ষাতকার করাও।

স্লোগান : মন্সা দ্বারা শক্তির এবং কর্ম দ্বারা গুণের দান করাই হল মহাদান।